“স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) আইন, ২০২৬ (খসড়া)”-এর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর পর্যালোচনা ও সুপারিশ

০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

বাংলাদেশে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)-এর বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা বা 'ক্রসফায়ার', হেফাজতে নির্যাতন এবং গুমসহ অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট গুমের প্রায় ২৫ শতাংশ ঘটনার সাথেই র‍্যাব-এর নাম জড়িত। ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাব এবং এর তৎকালীন মহাপরিচালকসহ কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যা এখনও বহাল রয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদন, গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন র‍্যাব বিলুপ্ত করা এবং এর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বিচার নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে। সেইসাথে বিশাল গণরায়ের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচিত সরকার তথা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিসহ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা, জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে সংঘটিত সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার এবং মানবাধিবার সুরক্ষায় আইন সংস্কারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়।

এর ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে সুসংহতকরণ এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে দ্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৯-এর অধীনে গঠিত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব বিলুপ্ত করে নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে “স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) আইন, ২০২৬”-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। গত ১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে মন্ত্রিসভায় “স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি) আইন, ২০২৬”-এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের ‘ভেটিং’ সাপেক্ষে নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করা হয় এবং বিলটি আরও গভীরভাবে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, টিআইবি কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খসড়া আইনের* বিদ্যমান যেসব ধারা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনের সুপারিশ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবীর পরিপন্থি এবং উদ্বেগজনক এমন ধারাসমূহ গুরুত্বসহকারে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির যাচাই-বাছাইয়ের সময় এবং সংসদে বিল পাশের পূর্বে সংশোধনের আহ্বানসহ নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ তুলে ধরা হলো–

এসআরবি ইউনিট প্রতিষ্ঠা ও গঠন (ধারা ৪)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনের ৪(৩)(খ) ধারায় এই ইউনিটে পুলিশ বাহিনীর সদস্য ছাড়াও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ সম্পর্কিত আইন সাপেক্ষে এবং নির্ধারিত শর্তাধীনে প্রেষণে নিযুক্ত বা অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদন, গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন না করার সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনে শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে বিশেষায়িত কোনো ইউনিট গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। যার প্রতিফলন আইনে লক্ষ করা যায়নি। এছাড়াও এই ইউনিটে শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে অতীতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের সুপারিশের প্রতিফলন এই খসড়ায় নেই।

> **সুপারিশ-১:** খসড়া আইনের ৪(৩)(খ) ধারা বাতিল করে সশস্ত্র বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রেষণে নিযুক্ত বা অন্য কোনোভাবে সংযুক্ত করার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। একই সাথে ধারা ২ (১) (প) উল্লিখিত ‘শৃঙ্খলা বাহিনী’র সংজ্ঞা পরিবর্তন করে এর মধ্যে থেকে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বাদ দিতে হবে। এই ইউনিটে শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে অতীতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের বিধান এই ধারায় সংযুক্ত করতে হবে।

*স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটেলিয়ন আইন, ২০২৬ এর খসড়া গত ৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সর্বসাধারণের মতামতের জন্য প্রকাশ করা হয় এবং গত ১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে মন্ত্রিসভায় খসড়াটি অনুমোদিত হয় কিন্তু অনুমোদিত খসড়াটি জনসম্মুখে প্রকাশিত না হওয়ায় টিআইবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত খসড়াটির উপর পর্যালোচনাটি সম্পাদন করেছে।

ইউনিটের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি (ধারা ১০, ১১, ১২ ও ১৫)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনে বিশেষায়িত ইউনিট হিসেবে বর্ণিত এসআরবিকে বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ইউনিটকে একই সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, অভিযান পরিচালনা, যে কোনো স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতার, জিজ্ঞাসাবাদ, এবং বাস্তবে যেকোনো ধরনের অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বহুমুখী, ব্যাপক ও প্রায় সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের ফলে এই ইউনিটের বিশেষত্ব নিরূপন করা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত রাখার ক্ষেত্রে যেমন ঝুঁকি সৃষ্টি হবে, তেমনি অন্যান্য বাহিনীর সাথে কার্যগত দ্বৈততা (ওভারল্যাপ) এমনকি অসুস্থ প্রতিযোগিতার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া খসড়া আইনের ১০(ক) ও (ট) ধারায় ইউনিটের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্যে "দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা" এবং "সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি" পালনের বিধান রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে "অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা" বা "অন্যান্য দায়িত্ব"-এর মতো অস্পষ্ট শব্দবন্ধগুলো ইউনিটের ক্ষমতার অপব্যবহার বা ইউনিটকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণের সুযোগ তৈরির ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

> **সুপারিশ-২:** খসড়া আইনের ১০(ক) ও (ট) ধারা থেকে "দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা" এবং "সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব"-এর মতো অস্পষ্ট ও বিস্তৃত অর্থবহ শব্দবন্ধ বাদ দিয়ে বিশেষায়িত ইউনিটের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সীমিত করতে হবে যেন বিশেষায়িত ইউনিটের বিশেষত্ব নিশ্চিত হয়।

অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন (ধারা ১১)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনের ১১ ধারায় অস্ত্র বহন ও ব্যবহারের সুযোগ রাখা হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে কী ধরনের অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। জাতিসংঘের *"আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা বল প্রয়োগ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মৌলিক নীতিমালা"* অনুযায়ী, বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সীমা এবং জবাবদিহির কঠোর বিধান থাকা বাঞ্ছনীয় হলেও খসড়া আইনে কোন কোন পরস্থিতিতে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, অপরাধ ও হুমকি অনুযায়ী ব্যবহারের মাত্রা কী হবে, প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারে পূর্বসতর্কতা এবং প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের পরবর্তী বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন দাখিল ও তদন্তের কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান না রেখে কেবল বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ বিধির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্বের ন্যায় "ক্রসফায়ার" বা বিচারবহির্ভূত হত্যা বা ভিন্নমত দমনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

> **সুপারিশ-৩:** খসড়া আইনের ১১ ধারায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন এবং ব্যবহারের সুযোগ সম্পর্কিত বিধান সংশোধন করে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে কী কী ধরনের অস্ত্র সংরক্ষণ ও বহন এবং কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কী ধরনের অস্ত্র এবং কী পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যাবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রতিটি ঘটনার পর বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন দাখিল এবং নিরপেক্ষ তদন্তের সুনির্দিষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে।

প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতারের ক্ষমতা (ধারা ১২)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনে ১২ ধারায় "সন্ত্রাসী কার্য, মানবপাচার, সংঘবদ্ধ অপরাধ বা আমলযোগ্য অপরাধে জড়িত সন্দেহ", "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কোনো অপরাধ" বা যেকোনো 'আমলযোগ্য অপরাধে'র ক্ষেত্রে যেকোনো স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি ও গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। শুধু 'অপরাধে জড়িত সন্দেহের' ভিত্তিতে বা "সন্দেহজনক" স্থানে পরোয়ানা ছাড়া প্রবেশ, তল্লাশি ও গ্রেফতারের বিস্তৃত ক্ষমতা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি তৈরি করবে। একই সাথে 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা' বা 'সংঘবদ্ধ অপরাধ' -এর মতো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ রাজনৈতিক নির্দেশনায় ভিন্নমত দমন বা হয়রানির ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি আইসিসিপিআর অনুযায়ী ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বা গ্রেফতারের ক্ষেত্রে স্পষ্ট আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়া কঠোরভাবে মেনে চলার বিধানের পরিপন্থি। এছাড়াও এই খসড়া আইনে আদালত ও সরকারের পাশাপাশি পুলিশ মহাপরিদর্শকে অপরাধস্থল সম্পর্কে বা অপরাধীকে গ্রেফতারে কার্যকর যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আইনের এই ধারাগুলো নির্বিচারে গ্রেফতার ও আটকের সম্ভাবনা বাড়ায়, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ। সেইসাথে খসড়া আইনে এই ইউনিটের ক্ষমতা প্রয়োগের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে কোনো সুনির্দিষ্ট বিচারিক সুরক্ষা বা প্রক্রিয়াগত শুদ্ধাচার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

> **সুপারিশ-৪:** খসড়া আইনের ১২ ধারা সংশোধন করে কেবল "সন্দেহের" ভিত্তিতে পরোয়ানা ছাড়া কোনো স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি ও গ্রেফতারের সুযোগ বন্ধ করতে হবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বিশেষ জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনি ও বিচারিক সুরক্ষাবলী এবং প্রক্রিয়াগত শুদ্ধাচার পরিপালনের বিধান সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। "সন্দেহভাজন" স্থানে প্রবেশের বিস্তৃত ক্ষমতার পরিবর্তে "যুক্তিসঙ্গত কারণ" ও পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার শর্ত যুক্ত করতে হবে এবং তল্লাশি বা গ্রেফতারের প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল ও বিচার বিভাগীয়

তদারকির বাধ্যবাধকতা রাখতে হবে। একই সাথে 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা' বা 'সংঘবদ্ধ অপরাধ' -এর মতো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

ব্যাটালিয়নের হাজতখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি থানায় সোপর্দ এবং আলামত হস্তান্তর (ধারা ১৪ ও ১৫)

❖ **পর্যবেক্ষণ:** খসড়া আইনের ১৫(৪) ধারায় সুষ্ঠু তদন্ত কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে ব্যাটালিয়নের নিজস্ব হাজতখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও খসড়া আইনের ১৪ ধারায় ইউনিটের কোনো সদস্য কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে নিকটবর্তী থানা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সোপর্দ করার বিধান রাখা হয়েছে। এসব ধারায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী গ্রেফতার বা আটককৃত ব্যক্তিদের জন্য মৌলিক প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা যেমন- আটকের কারণ অবহিতকরণ, আইনজীবীর সাহায্য লাভ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার, ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। যা র‍্যাবের মতো এই ব্যাটালিয়ন কর্তৃক নাগরিকদের আইন-বহির্ভূতভাবে গ্রেফতার করে আটকে রাখা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

❖ বিশেষ করে জাতিসংঘের গুম প্রতিরোধ আন্তর্জাতিক কনভেনশন (আইসিপিপিইডি)-এর মূলনীতি অনুযায়ী প্রতিটি আটকের স্থান, সময় ও কারণ একটি কেন্দ্রীয়, সহজলভ্য রেজিস্টারে নথিভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও, খসড়া আইনে এ সংক্রান্ত কোনো বিধান রাখা হয়নি।

সুপারিশ-৫: এই ইউনিটের কোনো সদস্য কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ব্যাটেলিয়নের হাজতখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে আটক রাখা এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী থানা কর্তৃপক্ষের হেফাজতে সোপর্দ করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে গ্রেফতার বা আটকের কারণ অবহিতকরণ, আইনজীবীর সাহায্য লাভ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার, ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে এই ধারাসমূহে উল্লেখ করতে হবে এবং গ্রেফতারের স্থান, সময় ও কারণ একটি কেন্দ্রীয় ও সহজলভ্য রেজিস্টারে নথিভুক্ত করার বিধান যুক্ত করতে হবে।

অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন ও এর কার্যপরিধি (ধারা ২২)

পর্যবেক্ষণ:

❖ খসড়া আইনের ২২ ধারায় নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য "অভিযোগ প্রতিকার কমিটি" গঠনের কথা বলা হয়েছে। যেখানে কমিটির প্রধান হিসেবে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং সদস্য হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, পুলিশ অধিদপ্তর এর অন্যূন এআইজি পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, এবং পরিচালক (লিগ্যাল ও মিডিয়া) কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়েছে। ইউনিটের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গুম, নির্যাতন বা বিচারবহির্ভূত হত্যা বা অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার কোনো সহকর্মী বা একই প্রশাসনিক শৃঙ্খলে থাকা কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তের বিধান ব্যাপকভাবে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করবে। যা একই সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদারকি কর্তৃপক্ষ থাকা বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

❖ খসড়া আইনের ২২(২)(গ) ও (ঘ) ধারায় নাগরিকের বা ইউনিটের কোনো সদস্যের অভিযোগ বা সংক্ষোভ নিরসনে কমিটিকে অনুসন্ধান সাপেক্ষে শুধুমাত্র সুপারিশ প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সুপারিশ কার্যকর করার বা বাস্তবায়ন তদারকি বা বাধ্যতামূলক প্রতিকারমূলক আদেশ প্রদানের কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি।

❖ খসড়া আইনের ২২(২)(চ) ধারায় অভিযোগ বা সংক্ষোভ নিরসন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেওয়ার বিধান রাখা হলেও তা জনসম্মুখে বা ওয়েবসাইটে প্রকাশের কোনো বিধান বা বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি।

❖ জাতিসংঘের *'বেসিক প্রিন্সিপলস অ্যান্ড গাইডলাইনস অন দ্য রাইট টু এ রেমিডি অ্যান্ড রিপারেশন ফর ভিক্টিমস অব গ্রস ভায়োলেশনস অব ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ল, ২০০৫'*-এ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও সত্য জানার অধিকার নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও খসড়া আইনে এ সংক্রান্ত কোনো বিধান রাখা হয়নি।

সুপারিশ-৭: খসড়া আইনের ২২ ধারায় প্রস্তাবিত কমিটির পরিবর্তে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, এবং দলীয় ও নির্বাহী বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রভাবমুক্ত তদারকি কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান করতে হবে, যেখানে মানবাধিকার, আইন, ফরেনসিক মেডিসিন, মনোবিজ্ঞান বা মানসিক স্বাস্থ্য, জেন্ডার, আটক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এবং নারী, আদিবাসী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-৮: কমিটির ক্ষমতাকে কেবল সুপারিশ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, প্রতিকারমূলক আদেশ প্রদান এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের তদারকি করার আইনি ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ-৯: ২২(চ) ধারায় উল্লিখিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন কেবল সরকারের কাছে জমা দেওয়ার বিধান সংশোধন করে, তা জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির নিকট জমা দেওয়া এবং নিয়মিতভাবে জনগণের জ্ঞাতার্থে ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিধান যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-১০: ইউনিটের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি বা পুনর্বাসনের অধিকার নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান যুক্ত করতে হবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত (ধারা ২৬)

পর্যবেক্ষণ:

- খসড়া আইনের এই ধারায় র‍্যাবের জনবল, সকল সম্পদ ও দায়দায়িত্ব এসআরবি-তে স্থানান্তরের বিধান রাখা হলেও র‍্যাবের প্রত্যেক সদস্যের মানবাধিকার-সংক্রান্ত রেকর্ড যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যা জাতিসংঘের ইন্টিগ্রেটেড ডিসআর্মামেন্ট, ডিমোবিলাইজেশন অ্যান্ড রিইন্টিগ্রেশন স্ট্যান্ডার্ডস ও "সিকিউরিটি সেক্টর রিফর্ম" -এ উল্লেখিত কোনো বিতর্কিত বাহিনীকে নতুন রূপে গঠনের সময় সদস্যদের পূর্বতন মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত নথি বা রেকর্ডের কঠোর যাচাই বা "ভেটিং" এর বাধ্যবাধকতার পরিপন্থি। এছাড়াও জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং প্রতিবেদনের শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের অতীতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের সুপারিশের প্রতিফলন এই ধারায় নেই।

  সুপারিশ-১১: খসড়া আইনের ২৬ ধারা সংশোধন করে র‍্যাবের সকল সদস্যকে ঢালাওভাবে এসআরবি-তে আত্মীকরণ না করে র‍্যাব থেকে এসআরবি-তে জনবল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একটি কঠোর ও স্বচ্ছ 'ভেটিং' বা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও ইউনিটের প্রতিটি পদের জন্য নতুন করে যোগ্যতা যাচাই ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত এবং ইউনিটের সদস্যদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

******